বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটির

চতুর্থ প্রতিবেদন

মার্চ, ২০১১

আইন শাখা-২

বাংলাদেশ জাতীয় সংসদ

মাননীয় স্পীকার

আমি আপনার মাধ্যমে ৯ম জাতীয় সংসদের বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি'র চতুর্থ প্রতিবেদন এই মহান সংসদে পেশ করছি ঃ

২। ৯ম জাতীয় সংসদের প্রথম অধিবেশনের ২৫-০২-২০০৯ তারিখে বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি গঠন করা হয়। সর্বশেষ ২৩-০৩-২০১০ তারিখে অনুষ্ঠিত সংসদের বৈঠকে উক্ত কমিটি পুনর্গঠিত হয়।

৩। কার্যপ্রণালী-বিধির ৭২(১) বিধি অনুযায়ী প্রাপ্ত বিলের মধ্যে এ (০৬-০৩-২০১১) পর্যন্ত ১২টি বিল বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটিতে প্রেরিত হয়েছে যার মধ্যে ০৪টি সংবিধান সংশোধন বিল কার্যপ্রণালী-বিধির ২২৩(১)(ক) বিধি অনুযায়ী পরীক্ষার জন্য সরাসরি কমিটিতে প্রেরিত হয়েছে এবং ০৮ টি সাধারণ বিল কার্যপ্রণালী-বিধির ২২৩(১)(খ) বিধি অনুযায়ী সংসদে উত্থাপিত হয়ে পরীক্ষার জন্য কমিটিতে প্রেরিত হয়েছে। কমিটিতে পরীক্ষাধীন ৮টি সাধারণ বিলের মধ্যে দুইটি এবং চারটি সংবিধান সংশোধন বিলের মধ্যে তিনটি বিলের উপর কমিটির প্রথম, দ্বিতীয় এবং তৃতীয় প্রতিবেদন সংসদে উপস্থাপিত হয়েছে। বর্তমানে একটি সংবিধান সংশোধন বিলসহ মোট ০৭টি বিল কমিটিতে পরীক্ষাধীন রয়েছে।

৪। কমিটি এ (০৬-০৩-২০১১) পর্যন্ত মোট ০৮টি বৈঠকে মিলিত হয়েছে। কমিটিতে প্রেরিত বিভিন্ন বিলের উপর কমিটি পরীক্ষা করছে এবং তা অব্যাহত আছে। কমিটি বর্তমানে "নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল, ২০০৯" এর উপর সুপারিশ চূড়ান্ত করেছে।

৫.০। মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী (১৮২ ঢাকা-৯) কর্তৃক আনীত "নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল, ২০০৯" এর উপর কমিটির সুপারিশ ঃ

৫.১। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান অনুযায়ী সকল নাগরিকের ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব। সংবিধানের ২৭ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে সকল নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান আশ্রয় লাভের অধিকারী। সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে " কোন ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেওয়া যাইবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানুষিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেওয়া যাইবে না কিংবা কাহারও সহিত অনুরূপ ব্যবহার করা যাইবে না"। হেফাজতে নির্যাতন বা মৃত্যু তথা বিচার বহির্ভূত কর্মকাণ্ড কোন ব্যক্তি, গোষ্ঠী কিংবা সমাজের কাম্য হতে পারে না। নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু নিঃসন্দেহে একটি গুরুতর অপরাধ। তাই 'নির্যাতন' বন্ধে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদ ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর একটি নির্যাতনবিরোধী সনদ গ্রহণ করে। সনদটি হচ্ছে "ইউনাইটেড নেশন কনভেনশন অ্যাগেইন্স্ট টর্চার অ্যান্ড আদার ক্রুয়েল, ইনহিউম্যান অর ডিগ্রেডিং ট্রিটমেন্ট অর পানিশমেন্ট" অর্থাৎ নির্যাতন ও অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অমর্যাদাকর আচরণ অথবা শাস্তির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সনদ। সে সনদে বলা হয়েছে নির্যাতন, অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক ও অমর্যাদাকর আচরণকে অপরাধ হিসাবে সাব্যস্ত করে

আইন তৈরী করবে সনদে স্বাক্ষরকারী প্রত্যেকটি সদস্য রাষ্ট্র। সেহেতু বাংলাদেশ জাতিসংঘের নির্যাতনবিরোধী সনদের অন্তর্ভুক্ত রাষ্ট্র হিসাবে নির্যাতনবিরোধী আইন প্রণয়ন করতে বাধ্য। সেই লক্ষ্যে মাননীয় সংসদ-সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী (১৮২ ঢাকা-৯) কর্তৃক আনীত "নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল, ২০০৯" এর উপর দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম ও ষষ্ঠ এবং সপ্তম বৈঠকে আলোচনা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত বৈঠকসমূহে কমিটির মাননীয় সদস্য জনাব আ. স. ম. ফিরোজ (১১২ পটুয়াখালী-২), জনাব নুরুল মজিদ মাহমুদ হুমায়ুন (২০২ নরসিংদী-৪), জনাব হাফিজ আহমদ মজুমদার (২৩৩ সিলেট-৫), জনাব মুহিবুর রহমান মানিক (২২৮ সুনামগঞ্জ-৫), জনাব মোঃ আব্দুল হাই (৮১ ঝিনাইদহ-১), জনাব জুনাইদ আহমেদ পলক (৬০ নাটোর-৩) এবং সৈয়দা আশিফা আশরাফী পাপিয়া (৩৪১ মহিলা আসন-৪১) উপস্থিত থেকে বিলের উপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত উপস্থাপন করেন। কমিটির চতুর্থ বৈঠকে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়। তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন মানবাধিকার সংগঠনের প্রতিনিধি (১) এডভোকেট সুলতানা কামাল, নির্বাহী পরিচালক, আইন ও সালিশ কেন্দ্র, ঢাকা (২) জনাব মোঃ আদিলুর রহমান, সেক্রেটারী, অধিকার বাংলাদেশ ঢাকা এবং (৩) এডভোকেট মনজিল মোরশেদ, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট, ঢাকা বিলের উপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। কমিটির সপ্তম বৈঠকে উপস্থিত থেকে বাংলাদেশের অ্যাটর্নি জেনারেল সিনিয়র এডভোকেট মাহবুবে আলম, সুপ্রীম কোর্ট-এর সিনিয়র এডভোকেট ব্যারিষ্টার আমীরউল ইসলাম এবং বাংলাদেশ বার কাউন্সিল-এর সহ-সভাপতি সিনিয়র এডভোকেট জনাব আবদুল বাছেত মজুমদার বিলের উপর গুরুত্বপূর্ণ মতামত প্রদান করেন। কমিটি বৈঠকে উপস্থিত থেকে বিলের প্রস্তাবক সদস্য জনাব সাবের হোসেন চৌধুরী (১৮২ ঢাকা-৯) বিলের পক্ষে গুরুত্বপূর্ণ মতামত উপস্থাপন করেন। আমি তাঁদেরকে ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া জাতীয় সংসদ সচিবালয়ের যে সকল কর্মকর্তা ও কর্মচারী বিলটি পরীক্ষার কাজে কমিটিকে সার্বিক সহায়তা প্রদান করেছেন এ কমিটির পক্ষ থেকে আমি তাঁদেরকে আন্তরিক ধন্যবাদ জানাই।

৫.২। বিলটি পরীক্ষান্তে কমিটির বৈঠকে উপস্থিত সকল মাননীয় সদস্য "নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) বিল, ২০০৯" শিরোনামের বিলটির উপর একমত পোষণ করে সংশোধিত আকারে পাসের জন্য মতামত ব্যক্ত করেন।

৫.৩। কমিটি সংশোধিত আকারে বিলটি সংসদে পাসের জন্য সুপারিশ করছে। বিলটি কমিটি কর্তৃক সংশোধিত আকারে পরিশিষ্ট-"ক" হিসাবে সংযুক্ত করা হয়েছে।

আব্দুল মতিন খসরু, এম পি
সভাপতি
বেসরকারী সদস্যদের বিল এবং বেসরকারী সদস্যদের
সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি।

পরিশিষ্ট 'ক'

[বেসরকারি সদস্যদের বিল এবং বেসরকারি সদস্যদের সিদ্ধান্ত-প্রস্তাব সম্পর্কিত কমিটি কর্তৃক সুপারিশকৃত আকারে]

[জাতীয় সংসদে উত্থাপিত]

নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক অথবা অমর্যাদাকর আচরণ অথবা শাস্তির বিরুদ্ধে জাতিসংঘ সনদের কার্যকারিতা প্রদানের লক্ষ্যে আনীত

বিল

যেহেতু ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর ব্যবহার অথবা দণ্ডবিরোধী একটি সনদ স্বাক্ষরিত হইয়াছে; এবং

যেহেতু ১৯৯৮ সালের ৫ অক্টোবর স্বাক্ষরিত দলিলের মাধ্যমে উক্ত সনদে বাংলাদেশও অংশীদার হইয়াছে; এবং

যেহেতু গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদ নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর ব্যবহার ও দণ্ড মৌলিকভাবে নিষিদ্ধ করিয়াছে; এবং

যেহেতু জাতিসংঘ সনদের ২(১) ও ৪ অনুচ্ছেদ নির্যাতন, নিষ্ঠুর, অমানবিক ও লাঞ্ছনাকর ব্যবহার ও দণ্ড অপরাধ হিসাবে বিবেচনা করিয়া নিজ নিজ দেশে আইন প্রণয়নের দাবি করে; এবং

যেহেতু বাংলাদেশে উপরিউক্ত সনদে বর্ণিত অঙ্গীকারসমূহের কার্যকারিতা প্রদানে আইনী বিধান প্রণয়ন করা সমীচীন ও প্রয়োজনীয়;

সেহেতু এতদ্দ্বারা নিম্নরূপ আইন করা হইল ঃ—

১। **সংক্ষিপ্ত শিরোনাম ও প্রবর্তন**।—(১) এই আইন নির্যাতন এবং হেফাজতে মৃত্যু (নিবারণ) আইন, ২০১১ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা**।—বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থী কোন কিছু না থাকিলে, এই আইনে—

(১) **'অভিযোগকারী'** অর্থ এই আইনের অধীনে কোন অভিযোগ উত্থাপনকারী কোন ব্যক্তি।

(২) **'সনদ'** অর্থ ১৯৮৪ সালের ১০ ডিসেম্বর নিউইয়র্কে স্বাক্ষরিত নির্যাতন এবং অন্যান্য নিষ্ঠুর, অমানবিক, লাঞ্ছনাকর ব্যবহার অথবা দণ্ডবিরোধী সনদ।

(৩) **'সরকারী কর্মকর্তা'** অর্থ প্রজাতন্ত্রের বেতনভুক্ত কোন কর্মকর্তা বা কর্মচারী।

(৪) **'আইন প্রয়োগকারী সংস্থা'** অর্থ পুলিশ, র‍্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন, বর্ডার গার্ড বাংলাদেশ, কাস্টমস, ইমিগ্রেশন, অপরাধ তদন্ত বিভাগ (সিআইডি), বিশেষ শাখা, গোয়েন্দা শাখা, আনসার ভিডিপি ও কোস্টগার্ডসহ দেশে আইন প্রয়োগ ও বলবৎকারী সরকারী কোন সংস্থা।

(৫) **'সশস্ত্র বাহিনী'** অর্থ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী অথবা অপর কোনো রাষ্ট্রীয় ইউনিট যাহা বাংলাদেশ প্রতিরক্ষার জন্য গঠিত।

(৬) **'নির্যাতন'** অর্থ কষ্ট হয় এমন ধরণের শারীরিক ও মানসিক নির্যাতন; এতদ্‌ব্যতীত—

(ক) কোনো ব্যক্তি বা অপর কোনো ব্যক্তির নিকট হইতে তথ্য অথবা স্বীকারোক্তি আদায়ে;

(খ) সন্দেহভাজন অথবা অপরাধী কোনো ব্যক্তিকে শাস্তি প্রদানে;

(গ) কোনো ব্যক্তি অথবা তাহার মাধ্যমে অপর কোনো ব্যক্তিকে ভয়ভীতি দেখানো;

(ঘ) বৈষম্যের ভিত্তিতে কারো, প্ররোচনা বা উস্কানি, কারো সম্মতিক্রমে অথবা নিজ ক্ষমতাবলে কোনো সরকারী কর্মকর্তা অথবা সরকারী ক্ষমতাবলে—

এইরূপ কর্মসাধনও নির্যাতন হিসাবে গণ্য হইবে।

(৭) **'হেফাজতে মৃত্যু'** অর্থ সরকারী কোনো কর্মকর্তার হেফাজতে কোনো ব্যক্তির মৃত্যু; ইহাছাড়াও হেফাজতে মৃত্যু বলিতে অবৈধ আটকাদেশ, আইন প্রয়োগকারী সংস্থা কর্তৃক গ্রেপ্তারকালে কোনো ব্যক্তির মৃত্যুকেও নির্দেশ করিবে; কোনো মামলায় সাক্ষী হউক বা না হউক জিজ্ঞাসাবাদকালে মৃত্যুও হেফাজতে মৃত্যুর অন্তর্ভুক্ত হইবে।

(৮) **'ক্ষতিগ্রস্ত অথবা সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি'** অর্থ ঐ ব্যক্তি যাহাকে এই আইনের অধীনে তাহার উপর অথবা তাহার সংশ্লিষ্ট বা উদ্বিগ্ন এমন কারো উপর নির্যাতন করা হইয়াছে।

৩। **আইনের প্রাধান্য।**—আপাততঃ বলবৎ অন্য কোন আইনে যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের বিধানাবলী প্রাধান্য পাইবে।

৪। **আদালতে অপরাধের অভিযোগ।**—(১) ফৌজদারী কার্যবিধি ১৮৯৮ (Code of Criminal Procedure 1898, Act V of 1898) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, তাহা সত্বেও এই আইনের এখতিয়ারাধীন কোন আদালতের সামনে কোন ব্যক্তি যদি অভিযোগ করে যে, তাহাকে নির্যাতন করা হইয়াছে, তাহা হইলে উক্ত আদালত—

(ক) তাৎক্ষণিকভাবে ঐ ব্যক্তির বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবেন;

(খ) একজন রেজিস্টার্ড চিকিৎসক দ্বারা অবিলম্বে তাহার দেহ পরীক্ষার আদেশ দিবেন;

(গ) অভিযোগকারী মহিলা হইলে রেজিস্টার্ড মহিলা চিকিৎসক দ্বারা পরীক্ষা করিবার ব্যবস্থা করিবেন।

(২) চিকিৎসক অভিযোগকারী ব্যক্তির দেহের জখম ও নির্যাতনের চিহ্ন এবং নির্যাতনের সম্ভাব্য সময় উল্লেখপূর্বক ২৪ ঘণ্টার মধ্যে উহার একটি রিপোর্ট তৈরী করিবেন।

(৩) উপ-ধারা (২) অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট চিকিৎসক প্রস্তুতকৃত রিপোর্টের একটি কপি অভিযোগকারী অথবা তাহার মনোনীত ব্যক্তিকে এবং আদালতে পেশ করিবেন।

(৪) চিকিৎসক যদি এমন পরামর্শ দেন যে পরীক্ষাকৃত ব্যক্তির চিকিৎসা প্রয়োজন তাহা হইলে আদালত ঐ ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করিবার নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৫। **আদালত কর্তৃক মামলা দায়েরের নির্দেশ দান**।—(১) ধারা ৪ এর উপ-ধারা (১) (ক) অনুযায়ী বিবৃতি লিপিবদ্ধ করিবার পর আদালত অনতিবিলম্বে বিবৃতির একটি কপি সংশ্লিষ্ট পুলিশ সুপারের কাছে বা ক্ষেত্রমত, তদূর্ধ্ব কোন পুলিশ কর্মকর্তার কাছে প্রেরণ করিবেন এবং একটি মামলা দায়েরের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

(২) পুলিশ সুপার উক্ত আদেশ প্রাপ্তির পর পরই ঘটনা তদন্ত করিয়া চার্জ বা চার্জবিহীন রিপোর্ট পেশ করিবেন ঃ

তবে শর্ত থাকে যে, সংশ্লিষ্ট সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি যদি মনে করেন যে পুলিশ দ্বারা সুষ্ঠুভাবে তদন্ত সম্ভব নয় সেক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি যদি আদালতে আবেদন করেন এবং আদালত যদি তাহার আবেদনে এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদন যথার্থ সেক্ষেত্রে আদালত বিচার বিভাগীয় তদন্তের নির্দেশ প্রদান করিতে পারিবেন।

(৩) রিপোর্ট দাখিলের সময় তদন্ত কর্মকর্তা, ক্ষেত্রমত, বিচার বিভাগীয় তদন্ত কর্মকর্তা ধারা ৪(১) এর অধীনে বিবৃতি প্রদানকারী ব্যক্তিকে তারিখসহ রিপোর্ট দাখিলের আদালত সম্পর্কে অবহিত করিবেন।

(৪) উপরোল্লিখিত উপ-ধারা (৩) এর অধীনে নোটিশপ্রাপ্ত কোনো ব্যক্তি নোটিশ গ্রহণের ৩০ দিনের মধ্যে নিজে ব্যক্তিগতভাবে অথবা আইনজীবী মারফত আদালতে আপত্তি জানাইতে পারিবে।

(৫) আদালত সংঘটিত অপরাধের সংগে জড়িত ব্যক্তির পদমর্যাদার নিম্নে নহে এমন পদমর্যাদার কোন পুলিশ অফিসারকে মামলার তদন্ত অনুষ্ঠানের নির্দেশ প্রদান করিবেন।

৬। **তৃতীয় পক্ষ দ্বারা অভিযোগ**।—(১) কোনো ব্যক্তিকে অন্য কোন ব্যক্তি নির্যাতন করিয়াছে বা করিতেছে এইরূপ কোন তথ্য তৃতীয় কোন ব্যক্তি আদালতকে অবহিত করিলে আদালত ধারা ৫ মোতাবেক অভিযোগকারীর বিবৃতির ওপর নিজের মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়া উক্ত ব্যক্তির নিরাপত্তা বিধান করিবেন।

(২) যদি অভিযোগকারীর বক্তব্যে আদালত এই মর্মে সন্তুষ্ট হন যে, ঘটনাস্থল পরিদর্শন করা প্রয়োজন তাহা হইলে আদালত উক্ত ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিতে পারিবেন।

৭। **অভিযোগের অপরাপর ধরণ**।—(১) ধারা ৫ ও ৬ এ বর্ণিত প্রক্রিয়া ছাড়াও কোন ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্ত না হওয়া সত্ত্বে তৃতীয় কোন ব্যক্তি দায়রা জজ আদালতে অথবা পুলিশ সুপারের নিচে নয় এমন কোন পুলিশ কর্মকর্তার নিকট নির্যাতনের অভিযোগ দাখিল করিতে পারিবে।

(২) উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত এ ধরণের কোনো অভিযোগ পাওয়ার পর পুলিশ সুপার অথবা তাহার চেয়ে উর্ধ্বতন পদমর্যাদার কোনো অফিসার তাৎক্ষণিক একটি মামলা দায়ের ও অভিযোগকারীর বক্তব্য রেকর্ড করিবেন এবং মামলার নম্বরসহ এই অভিযোগের ব্যাপারে কী কী ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইতে পারে উহা অভিযোগকারীকে অবহিত করিবেন।

(৩) উপরে বর্ণিত উপ-ধারা (২) মোতাবেক অভিযোগের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণকারী পুলিশ সুপার অথবা তাহার উর্ধ্বতন কর্মকর্তা অভিযোগ দায়েরের ২৪ ঘন্টার মধ্যে দায়রা জজ আদালতে একটি রিপোর্ট পেশ করিবেন।

৮। **অপরাধের তদন্ত**।—(১) ফৌজদারী কার্যবিধিতে ভিন্নতর যাহা কিছুই থাকুক না কেন, এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের তদন্ত প্রথম অভিযোগ লিপিবদ্ধ করিবার তারিখ হইতে পরবর্তী ৯০ কার্যদিবসের মধ্যে সম্পন্ন করিতে হইবে।

(২) কোন যুক্তিসংগত কারণে উপ-ধারা (১) এ উল্লিখিত সময়ের মধ্যে তদন্ত কার্য সম্পন্ন করা সম্ভব না হইলে, তদন্তকারী কর্মকর্তা ব্যক্তিগতভাবে আদালতে উপস্থিত হইয়া বিলম্বের কারণ ব্যাখ্যা করিবেন।

(৩) আদালত ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদের শুনানী গ্রহণ করিয়া ৩০ দিনের মধ্যে সময় বৃদ্ধির বিষয়টি নিষ্পত্তি করিবেন।

৯। **ফৌজদারী কার্যবিধির প্রয়োগ**।—এই আইনে ভিন্নরূপ কিছু না থাকিলে, কোন অপরাধের অভিযোগ দায়ের, তদন্ত, বিচার ও নিষ্পত্তির ক্ষেত্রে Code of Criminal Procedure 1898 (Act V of 1898) এর বিধান সমূহ প্রযোজ্য হইবে।

১০। **অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণ, ইত্যাদি**।—(১) এই আইনের অধীন দণ্ডনীয় সকল অপরাধ বিচারার্থ গ্রহণীয় (Cognizable), অ-আপোষযোগ্য (non-compoundable) ও জামিন অযোগ্য (non-bailable) হইবে।

(২) উপ-ধারা (৩) এর বিধান সাপেক্ষে, এই আইনের অধীন শাস্তিযোগ্য অপরাধ সংঘটনে জড়িত মূল এবং প্রত্যক্ষভাবে অভিযুক্ত কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হইবে না, যদি—

(ক) তাহাকে মুক্তি দেওয়ার আবেদনের উপর অভিযোগকারী পক্ষকে শুনানীর সুযোগ দেওয়া না হয়; এবং

(খ) তাহার বিরুদ্ধে আনীত অভিযোগে তিনি দোষী সাব্যস্ত হওয়ার যুক্তিসংগত কারণ রহিয়াছে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হন।

(৩) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত কোন ব্যক্তি নারী বা শারীরিকভাবে অসুস্থ (sick or infrom) হইলে, সেইক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়ার কারণে ন্যায় বিচার বিঘ্নিত হইবে না মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হইলে তাহাকে জামিনে মুক্তি দেওয়া যাইবে।

(৪) উপ-ধারা (২) এ উল্লিখিত ব্যক্তি ব্যতীত এই আইনের অধীন অপরাধ সংঘটনের জন্য অভিযুক্ত অন্য কোন ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দেওয়া ন্যায়সংগত হইবে মর্মে আদালত সন্তুষ্ট হইলে তদমর্মে কারণ লিপিবদ্ধ করিয়া সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে জামিনে মুক্তি দিতে পারিবে।

১১। **নিরাপত্তা বিধান।**—(১) অভিযোগকারী কোনো ব্যক্তি এই আইনে অভিযুক্ত কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে নিরাপত্তা বিধানকল্পে দায়রা জজ আদালতে পিটিশন দায়ের করিতে পারিবে।

(২) রাষ্ট্র এবং যাহার বিরুদ্ধে নিরাপত্তা চাওয়া হইয়াছে তাহাদেরকে উক্ত পিটিশনের পক্ষভুক্ত করা যাইবে।

(৩) পিটিশন গ্রহণ করিয়া আদালত বিবাদীকে সাত দিনের নোটিশ জারি করিবে এবং ১৪ দিনের মধ্যেই পিটিশনের ওপর একটি আদেশ প্রদান করিবে।

(৪) উপরে উল্লিখিত উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত এ ধরণের কোনো মামলা নিষ্পত্তিকালে আদালত প্রয়োজনবোধে ঐ ব্যক্তির বিরুদ্ধে অন্যূন সাত দিনের অন্তরীণ আদেশ দিতে পারিবে এবং সময়ে সময়ে উহা বৃদ্ধি করিতে পারিবে।

(৫) আদালত এই আইনের অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের তদন্ত কর্মকর্তাদের আদালতের আদেশ পালন নিশ্চিত করিবার নির্দেশ দিতে পারিবে।

(৬) আদালত নিরাপত্তা প্রার্থীদের আবেদনের প্রেক্ষিতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণের আদেশ দিতে পারিবে এবং প্রয়োজনবোধে আদালত স্থানান্তর এবং বিবাদীর নির্দিষ্ট কোনো এলাকায় প্রবেশে নিষেধাজ্ঞা জারি করা সহ নিরাপত্তার বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবে।

১২। **যুদ্ধ অথবা অন্য ধরণের অজুহাত অগ্রহণযোগ্য।**—এই আইনের অধীনে কৃত কোন অপরাধ যুদ্ধাবস্থা, যুদ্ধের হুমকি, আভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা অথবা জরুরি অবস্থায়; অথবা উর্ধ্বতন কর্মকর্তা বা সরকারি কর্তৃপক্ষের আদেশে করা হইয়াছে এইরূপ অজুহাত অগ্রহণযোগ্য হইবে।

১৩। **অপরাধ সমূহ।**—(১) কোনো ব্যক্তি অপর কোনো ব্যক্তিকে নির্যাতন করিলে তাহা ঐ ব্যক্তির কৃত একটি অপরাধ হিসাবে গণ্য হইবে।

(২) কোনো ব্যক্তি উপ-ধারা (১) এ বর্ণিত কোনো অপরাধ—

(ক) সাধনে উদ্যোগী হন;

(খ) সংঘটনে সহায়তা ও প্ররোচিত করেন; অথবা

(গ) সংঘটনে ষড়যন্ত্র করেন—

তাহা হইলে এই আইনের অধীনে তিনি অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে।

(৩) এই আইনে কৃত অপরাধের দায়ভার অপরাধীকে ব্যক্তিগতভাবে বহন করিতে হইবে।

১৪। **বিচার।**—(১) এই আইনের অধীন কোন অপরাধের বিচার কেবলমাত্র দায়রা জজ আদালতে অনুষ্ঠিত হইবে।

(২) মামলা দায়েরের ১৮০ দিনের মধ্যে বিচার কার্য নিষ্পন্ন করিতে হইবে।

(৩) কোন যুক্তসংগত কারণে উপ-ধারা (২) এর অধীন সময়সীমার মধ্যে মামলার বিচার কার্য সমাপ্ত করা সম্ভব না হইলে' আদালত পরবর্তী ৩০ দিনের মধ্যে বিচার কার্য সমাপ্ত করিবে।

১৫। **শাস্তি।**—(১) কোন ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন পাঁচ বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অন্যূন পঁচিশ হাজার টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত পঁচিশ হাজার টাকা ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(২) কোনো ব্যক্তি অন্য কোনো ব্যক্তিকে যদি নির্যাতন করেন এবং উক্ত নির্যাতনের ফলে উক্ত ব্যক্তি যদি মৃত্যুবরণ করেন তাহা হইলে নির্যাতনকারী এই আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (১) অনুযায়ী অপরাধ করিয়াছেন বলিয়া গণ্য হইবে এবং তজ্জন্য তিনি অন্যূন যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অন্যূন এক লক্ষ টাকা অর্থদণ্ড বা উভয় দন্ডে দণ্ডিত হইবেন এবং উহার অতিরিক্ত দুইলক্ষ টাকা ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিদেরকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করিবেন।

(৩) কোনো ব্যক্তি এই আইনের ধারা ১৩ এর উপ-ধারা (২) এর অধীনে দোষী সাব্যস্ত হইলে তিনি অন্যূন দুই বৎসরের সশ্রম কারাদণ্ড অথবা অন্যূন বিশ হাজার টাকা অর্থদন্ড বা উভয় দণ্ডে দণ্ডিত হইবেন।

(৪) এই আইনের অধীনে কোন অপরাধের জন্য সাজাপ্রাপ্ত কোন ব্যক্তিকে দণ্ড ঘোষণার দিন থেকে ১৪ (চৌদ্দ) দিনের মধ্যে উপ-ধারা (১), (২) ও (৩) এ বর্ণিত অর্থ বিচারিক আদালতে জমা দিতে হইবে। এইরূপ অবশ্যিকতা পূরণ ব্যতীত এই আইনের আওতায় কোন অপরাধের দণ্ডের বিরুদ্ধে কোন আপীল করা যাইবে না।

১৬। **আপীল**।—(১) এই আইনের অধীনে অপরাধের দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপীল করা যাইবে।

(২) ক্ষতিগ্রস্ত/সংক্ষুব্ধ ব্যক্তি/ব্যক্তিরাও আপীল অথবা রিভিউর জন্য উর্ধ্বতন আদালতের দারস্থ হইতে পারিবে।

১৭। **অ-নাগরিক**।—এই আইনের অধীনে কৃত কোনো অপরাধের জন্য যদি বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কাউকে গ্রেফতার করা হয় সে ক্ষেত্রে উক্ত ব্যক্তি—

(ক) বাংলাদেশে অবস্থিত তাহার দেশের হাই কমিশনের সহিত;

(খ) বাংলাদেশে তাহার দেশের হাই কমিশন না থাকিলে পার্শ্ববর্তী দেশে অবস্থিত তাহার দেশের হাই কমিশনের সহিত যোগাযোগ রক্ষা করিতে পারিবে।

১৮। **প্রত্যর্পণ**।—(১) এই আইনের অধীনে কৃত কোন অপরাধের জন্য যদি বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কাউকে গ্রেফতার করা হয় সেক্ষেত্রে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় সংশ্লিষ্ট দেশের কর্তৃপক্ষকে উক্ত অপরাধের বিচারের নিমিত্তে তাহাকে প্রত্যর্পণ করিতে অনুরোধ জানাইবে।

(২) নির্যাতনের অভিযোগে অভিযুক্ত বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কোনো ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণের জন্য অপর কোনো দেশের সরকার বাংলাদেশের সরকারকে অনুরোধ জানাইলে এ বিষয়ে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত বিভাগ অনুরোধ জ্ঞাপনকারী দেশকে বাংলাদেশ সরকারের গৃহীত অথবা প্রস্তাবিত ব্যবস্থা সম্পর্কে তাৎক্ষণিকভাবে উক্ত ব্যক্তির বিচার অথবা প্রত্যর্পণ সম্পর্কে অবহিত করিবে।

(৩) এই আইনের অধীনে নির্যাতনের অপরাধে অভিযুক্ত বাংলাদেশের নাগরিক নয় এমন কোন ব্যক্তিকে প্রত্যর্পণের জন্য সংশ্লিষ্ট দেশের সরকার অনুরোধ করিলে প্রত্যর্পণ আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫৮ নং আইন) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৪) বাংলাদেশ সরকারের সঙ্গে অপর যেসব দেশের সরকারের প্রত্যর্পণ ব্যবস্থা রহিয়াছে (প্রত্যর্পণ আইন, ১৯৭৪) সেই ব্যবস্থার মধ্যে সনদে উল্লিখিত নির্যাতন এবং নির্যাতনে সহায়তা, প্ররোচনা অথবা ষড়যন্ত্রের সংজ্ঞা বিধৃত রহিয়াছে বলিয়া ধরিয়া নেওয়া হইবে।

(৫) যে সকল দেশের সহিত বাংলাদেশের প্রত্যর্পণ চুক্তি নাই সে সকল দেশের কোন ব্যক্তির বিরুদ্ধে অভিযোগ আনায়ণ করা হইলে প্রত্যর্পণ আইন ১৯৭৪ (১৯৭৪ সালের ৫৮ নং আইন) অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে।

(৬) নির্যাতন অপরাধের ক্ষেত্রে কোনো ব্যক্তির বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা দায়েরের জন্য প্রয়োজনীয় সাক্ষ্যপ্রমাণ সে দেশের সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সরকার সরবরাহ করিতে পারিবে।

১৯। **ব্যক্তিগত দায়বদ্ধতা ও অপ্রত্যক্ষ প্রমাণ।**—কোন সরকারী কর্মকর্তা অথবা তাহার পক্ষে কর্তব্যরত কোন ব্যক্তির গাফিলতি বা অসতর্কতার কারণে অভিযোগকারী ক্ষতিগ্রস্ত হইলে অভিযুক্ত ব্যক্তিকেই প্রমাণ করিতে হইবে যে, তাহার বা তাহার পক্ষে কর্তব্যরত ব্যক্তির গাফিলতি বা অসতর্কতার কারণে ঐ ক্ষতি হয় নাই।

২০। **বিধি প্রণয়নের ক্ষমতা।**—সরকার, সরকারী গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা, এই আইনের উদ্দেশ্য পূরণকল্পে, বিধি প্রণয়ন করিতে পারিবে।

উদ্দেশ্য ও কারণ সম্বলিত বিবৃতি

ন্যায় বিচার পাওয়ার অধিকার মানুষের মৌলিক মানবাধিকার। বাংলাদেশের সংবিধানানুযায়ী ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা রাষ্ট্রের অন্যতম দায়িত্ব এবং সংবিধানে সকল নাগরিকের এই অধিকার সংরক্ষিত আছে। যেমন, সংবিধানে বলা হয়েছে নাগরিক আইনের দৃষ্টিতে সমান এবং আইনের সমান আশ্রয়লাভের অধিকারী (অনুচ্ছেদ-২৭)। সংবিধানে আরো বলা হয়েছে, আইনের আশ্রয়লাভ [এবং আইনানুযায়ী] ও কেবল আইনানুযায়ী ব্যবহার লাভ করে যে কোনো স্থানে অবস্থানরত প্রত্যেক নাগরিকের এবং সাময়িকভাবে বাংলাদেশে অবস্থানরত অপরাপর ব্যক্তির অবিচ্ছেদ্য অধিকার এবং বিশেষতঃ আইনানুযায়ী ব্যতিত এমন কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না, যাতে কোন ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি না ঘটে (অনুচ্ছেদ-৩১)। লক্ষণীয় যে মানুষের এসব অধিকারের কথা সংবিধানে সুনির্দিষ্টভাবে উল্লেখ থাকলেও, বিভিন্ন সময়ে সাংবিধানিক অধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। আইনের অপপ্রয়োগ করা হয়েছে বারংবার। কিন্তু রাষ্ট্রের বিভিন্ন দফতর বিশেষ করে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী যারা আইন ব্যবস্থার সাথে সম্পৃক্ত তারা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই জনগণের মৌলিক অধিকারের কথা ভুলে যান, ফলে ন্যায় বিচার নিশ্চিত করা অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয় না। জনগণের বিভিন্ন অজুহাতে সরকারের প্রশাসন যন্ত্রের মাধ্যমে এবং পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে নির্যাতন করা হয়। বিভিন্ন সময় আইনের হেফাজতে রেখে নিষ্ঠুর অমানবিক নির্যাতন করা হয়। এমনকি নিরাপত্তা হেফাজতে মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে অহরহই।

যেখানে গ্রেফতারের চব্বিশ ঘন্টার মধ্যেই নিকটতম ম্যাজিস্ট্রেট কোর্টে হাজির করার কথা সেখানে দিনের পর দিন থানার হাজতেই আসামী/অভিযুক্তকে রাখা হয়। এ ধরনের ক্ষমতার অপপ্রয়োগ রাষ্ট্রের কাঠামোকেই দুর্বল করে। মানুষ হয় অধিকারহীন। আইনের কাছে সাধারণ মানুষ আশ্রয় না পেয়ে হয়ে পড়ে অসহায়।

সাধারণ মানুষের সাংবিধানিক অধিকার নিশ্চিত করতে, আইনের শাসন সুরক্ষিত ও জবাবদিহিতা নিশ্চিত করতে এবং সাধারণ মানুষকে সরকারি প্রশাসনযন্ত্র এবং পুলিশের বেআইনী আচরণ অত্যাচার-নির্যাতন থেকে রক্ষাকল্পে ও সাধারণ মানুষের ন্যায় বিচারের সুবিধা নিশ্চিত করতে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা ও মানবাধিকার প্রতিষ্ঠাকল্পে এ বিলে প্রস্তাব করা হয়েছে।

সাবের হোসেন চৌধুরী
ভারপ্রাপ্ত সদস্য
১৮২ ঢাকা-৯।